ছন্দোমঞ্জরী

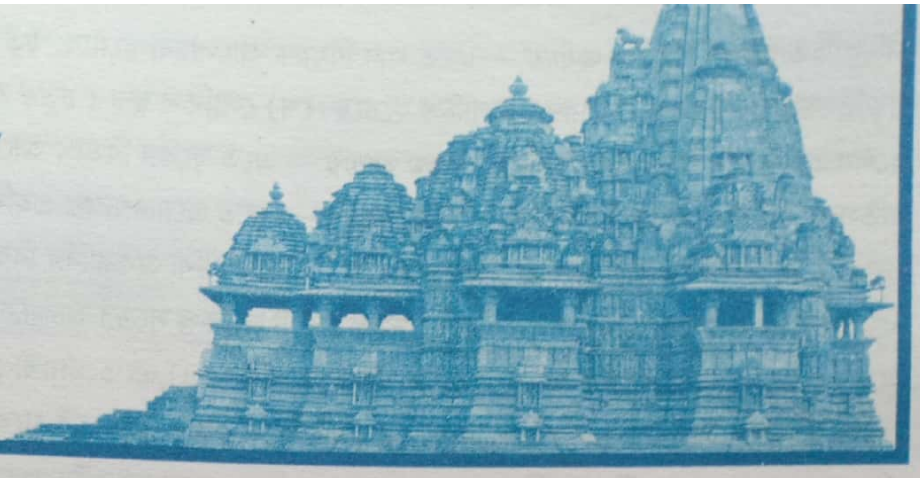

ছন্দের রূপ

ছন্দঃ = চদ্ (ছদ্) + অসুন্ "চন্দেরাদেশ্চ ছঃ" প্রত্যয়ের দ্বারা। আহ্লাদকার্থক 'চদ্' অথবা আচ্ছাদনার্থক 'ছদ্' ধাতু থেকে ছন্দ শব্দটি গঠিত। প্রথম ব্যুৎপত্তি মানলে বলতে হয় — যা চিত্তকে আহ্লাদিত করে তা ছন্দ। প্রাচীনকালে 'ছন্দ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। যেমন — বেদের প্রাচীন নাম ছন্দ, নিরুক্তে বন্ধন অর্থে, আবার কোথাও বেদমন্ত্রকে 'ছন্দ' বলে। পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট মাত্রা বা অক্ষরযুক্ত পদ্যময় রচনাকে 'ছন্দ' বলে। এই চলমান জগতের প্রতিটি কাজের পিছনে আছে একটি নির্দিষ্ট ছন্দের প্রতি আনুগত্য। প্রাচীন ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিদের উপলব্ধির ও মননশীলতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হল ছন্দবদ্ধ বৈদিক সাহিত্য। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম হল ছন্দ। বেদরূপী পুরুষের দুটি পা হল ছন্দ — "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য"। বেদার্থের ও বেদমন্ত্রের উচ্চারণ শুদ্ধির জন্য ছন্দশাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। পিঙ্গলসূত্রে পূর্বাচার্য হিসাবে পাই — কশ্যপ, কাত্যায়ন, মাণ্ডব্য, সৈকত, ন্যঙ্কু, যাস্ক, শাকটায়ন প্রমুখকে। যাস্কের নিরুক্তে উপনিদানসূত্রে, নিদানসূত্রে, শ্রৌতসূত্রে, কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীতে, শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে বৈদিক ছন্দের আলোচনা পাই।

বৈদিক ছন্দকে অলৌকিক এবং ধ্রুপদি সাহিত্যের ছন্দকে লৌকিক ছন্দ বলে। (১) বৈদিক ছন্দ মূলত ৭টি। যেমন — গায়ত্রী (২৪), উষ্ণিক্ (২৮), অনুষ্টুপ (৩২), বৃহতী (৩৬), পঙ্‌ক্তি (৪০), ত্রিষ্টুপ্ (৪৪) ও জগতী (৪৮)। (২) লৌকিক ছন্দ অসংখ্য, গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে ২৮০ ছন্দের উল্লেখ পাই। লৌকিক বা সংস্কৃতে ছন্দের নিয়মকানুনও কঠোর।

পিঙ্গলাচার্য

ছন্দশাস্ত্রের ইতিহাসে মহর্ষি পিঙ্গলাচার্যের 'পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্' এক অবিস্মরণীয় নাম। প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রগুলির মধ্যে একমাত্র উপলভ্যমান ছন্দশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

মহর্ষি পিঙ্গলাচার্য তাঁর রচনায় নিজের জীবনীর কোনো উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ পিঙ্গলাচার্যকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। তিনি কোথাও মুনি, আচার্য, কোথাও-বা নাগ নামে পরিচিত হয়েছেন। তবে পিঙ্গল যে মহাপণ্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পিঙ্গলাচার্যের রচনা

পিঙ্গলাচার্যের বিখ্যাত গ্রন্থ দুইখানি হল — (১) পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্, (২) প্রাকৃতপৈঙ্গল। 'পিঙ্গলচ্ছন্দঃ সূত্রম্' গ্রন্থটি সম্ভবত বৈদিক যুগের অবসানকালে রচিত হয়েছে। 'পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্' গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন — (ক) ***বৈদিক ছন্দ : প্রথম অধ্যায়*** — এতে ছন্দশাস্ত্রের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা আলোচিত হয়েছে, ***দ্বিতীয় অধ্যায়*** — এতে গায়ত্রীছন্দের আট প্রকার ভেদ ও অক্ষর সংখ্যা

Scanned with CamScanner

আলোচিত হয়েছে, *তৃতীয় অধ্যায়* — এতে পাদ বিষয়ক আলোচনা রয়েছে, *চতুর্থ অধ্যায়* — এতে প্রথম সাতটি সূত্র এবং উৎ... প্রভৃতি পনেরোটি ছন্দের বিবরণ আলোচিত হয়েছে। (খ) **লৌকিক ছন্দ : *চতুর্থ অধ্যায়*** — এতে অবশিষ্ট সূত্র এবং আর্যা ও বৈতা... ছন্দের প্রকারভেদ আলোচিত হয়েছে, *পঞ্চম অধ্যায়* — এতে বৃত্তের বিভাগ আলোচিত হয়েছে, *ষষ্ঠ অধ্যায়* — এতে যতির সং... যতিস্থান নির্দেশ আলোচিত হয়েছে। *সপ্তম অধ্যায়* — এতে ত্রয়োদশাক্ষর প্রহর্ষিণী বৃত্ত থেকে ত্রিংশদক্ষর দণ্ডক জাতি পর্যন্ত ... প্রকার ছন্দের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। *অষ্টম অধ্যায়* — এতে গাথা-প্রস্তরাদির বিবরণ আলোচিত হয়েছে। 'পিঙ্গালছন্দঃসূত্রম্' গ্রন্থে... কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন — (১) সমস্ত গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রচিত। (২) এতে বৈদিক ও লৌকিক ছন্দ আলো... হয়েছে। (৩) এই গ্রন্থে সূত্র আছে, কোনো উদাহরণ নেই। (৪) এতে গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি বৈদিক ছন্দের সামান্য পরিবর্তন ক... লৌকিক ছন্দের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। (৫) এটি গদ্যে লেখা। (৬) এই গ্রন্থে পাণিনি ও শৌনকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'পিঙ্গালছন্দঃসূত্রম্' গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার কারণ অসংখ্য টীকা। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য টীকাকার হলেন — হলায়ুধ (মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি), চন্দ্রশেখর (পিঙ্গালভাবোদ্যোত), বংশীধর (পিঙ্গালপ্রকাশ), লক্ষ্মীনাথ (পিঙ্গালদীপ), পদ্মপ্রভসূরি (পিঙ্গালটীকা) প্রমুখ। ছন্দশাস্ত্রে পিঙ্গলের ছন্দসূত্র একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ। ছন্দনির্ণয়ে তিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন, পরবর্তী সময়ে সেই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়। তাঁর অনুসরণ করে নারায়ণ 'বৃত্তোক্তিরত্ন' ও চন্দ্রশেখর 'বৃত্তিমৌক্তিক' গ্রন্থ রচনা করেন।

ছন্দবিষয়ক কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ

শ্রুতবোধ মোট ৪২টি শ্লোকে ৩৭টি ছন্দের লক্ষণযুক্ত 'শ্রুতবোধ' নামক পদ্যে রচিত ছন্দগ্রন্থটির রচয়িতা কালিদাস অথবা বররুচি।

সুবৃত্ততিলক খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র কেবলমাত্র লৌকিক ছন্দের আলোচনা করেন 'সুবৃত্ততিলক' গ্রন্থে। এটি বৃত্তাবচয়, গুণদোষদর্শন ও বৃত্তবিনিয়োগ নামক তিনটি বিন্যাসে বিভক্ত।

বৃত্তরত্নাকর বালকদের সহজে ছন্দবোধ করার জন্য নবম শতকে কেদারভট্ট 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থটি রচনা করেন। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে অনেক ছন্দ আলোচিত হয়েছে। নারায়ণ ভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর ব্যাখ্যা' একটি সর্বাপেক্ষা খ্যাত টীকা।

ছন্দোমঞ্জরী আচার্য গঙ্গাদাস বিরচিত 'ছন্দোমঞ্জরী' সবচেয়ে জনপ্রিয়, সর্বাধিক পঠিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

'ছন্দোমঞ্জরী'-র রচনাকার

'ছন্দোমঞ্জরী'-র রচনাকার হলেন আচার্য গঙ্গাদাস। তিনি ছিলেন বৈদ্যবংশীয় গোপালদাসের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম সন্তোষা। গঙ্গাদাস তাঁর গ্রন্থে মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' নাটক থেকে অনেক শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুরারির স্থিতিকাল নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী হলে গঙ্গাদাস তার পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য সারসংকলন গ্রন্থ।

'ছন্দোমঞ্জরী'-র বিন্যাস ও বিষয়বস্তু

'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থটি ছয়টি স্তবকে বিভক্ত। *প্রথম স্তবকে* বৃত্ত, জাতি, অক্ষর, গণ, যতি লক্ষণ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। *দ্বিতীয় স্তবকে* সমস্ত সমবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, *তৃতীয় স্তবকে* ১৬ অর্ধসমবৃত্তের আলোচনা রয়েছে, *চতুর্থ স্তবকে* বিষমবৃত্তের আলোচনা রয়েছে, *পঞ্চম স্তবকে* মাত্রাবৃত্তের আলোচনা রয়েছে, *ষষ্ঠ স্তবকে* গদ্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। 'ছন্দোমঞ্জরী'-র কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলি হল — (১) ছন্দের সংজ্ঞাগুলি সংশ্লিষ্ট ছন্দে লেখা। (২) প্রত্যেকটি ছন্দের উদাহরণ আছে। (৩) অধিকাংশ উদাহরণ শ্লোক লেখকের রচনা। (৪) রচনার ভাষা সহজ ও সরল। (৫) গ্রন্থে অনেক লুপ্তপ্রায় ...

অপ্রচলিত ছন্দের উল্লেখ আছে। (৬) কয়েক হাজার বছরের প্রচলিত পদ উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। (৭) পিঙ্গালের মণিগুণনিকর ও মালিনী ছন্দ এবং চন্দ্রাবর্তা ও মালা — শশিকলা ও স্রগিয়ম্ নামে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর'-এর অনুকরণে গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' রচনা করলেও কতকাংশে স্বকীয়তায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে, আলোচনার চমৎকারিত্বে এবং সহজবোধ্যতার জন্য 'ছন্দোমঞ্জরী' সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য সারসংকলন গ্রন্থ।

অন্যান্য ছন্দশাস্ত্র

ছন্দোঽনুশাসন খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে (কেউ বলেন পঞ্চদশ শতক) জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র 'ছন্দোঽনুশাসন' নামক সংকলন ছন্দশাস্ত্র রচনা করেন। সূত্রাকারে আটটি অধ্যায়ে এবং ৭৫৯টি সূত্রে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থে পিঙ্গালের 'ছন্দঃসূত্র' ও ক্ষেমেন্দ্রের 'সুবৃত্ততিলক' গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এ ছাড়া জয়দেবের (তৃতীয় শতক) 'জয়দেবছন্দঃ', রামচন্দ্র চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'বৃত্তরত্নাবলি', দামোদর মিশ্রের 'বাণীভূষণ', নারায়ণের 'বৃত্তরত্নাকর', রামচন্দ্র কবি ভারতীর 'বৃত্তমালা', রামদয়ালের 'বৃত্তচন্দ্রিকা', চিন্তামণির 'প্রস্তারচিন্তামণি', ঈশানদেবের 'ছন্দঃস্তুতি', কবিকর্ণপুরের 'বৃত্তমালা', কাশীনাথের 'পদ্যমুক্তাবলি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ কবি বিশেষ ছন্দের প্রতি আকর্ষণ

কালিদাসের **মান্দাক্রান্তা**, পাণিনির **উপজাতি**, ভবভূতির **শিখরিণী**, রাজশেখরের **শার্দূলবিক্রীড়িত**, ভারবি ও শ্রীহর্ষের **বংশস্থবিল**, অভিনন্দের **অনুষ্টুপ**, রত্নাকরের **বসন্ততিলক** ছন্দের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
(প্রতিটির মান ২)

১ 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[বর্ধমান '০৯]*

উত্তর : আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থের রচয়িতা।

২ 'ছন্দোমঞ্জরী' কোন্ ধরনের গ্রন্থ?

উত্তর : 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থটিকে মৌলিক রচনা না-বলে সংকলন গ্রন্থই বলা ভালো। কারণ গঙ্গাদাস কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থের আদলে এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

৩ 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থ কোন্ সময়ের রচনা?

উত্তর : কেদারভট্টের গ্রন্থ যদি ষোড়শ শতাব্দীর হয় তবে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' নিশ্চয়ই তার পরবর্তীকালের রচনা।

৪ সাহিত্যের কয়টি বাহন বা রূপ, সেগুলি কী কী?

উত্তর : সাহিত্যের দুটি বাহন বা রূপ। এগুলি হল গদ্য ও পদ্য।

Scanned with CamScanner

[বর্ধমান '০১, '০৪, '০৫, '১০, '১১, '১

৫ পদ্য কাকে বলে? পদ্য কয় প্রকার এবং কী কী ?

উত্তর : ▸▸ ছন্দোমঞ্জরীকার আচার্য ***গঙ্গাদাস*** পদ্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "পদ্যং চতুষ্পদী"। চারটি পাদ বা চরণ নি একটি পদ্য গঠিত হয়। "ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্"।

▸▸ পদ্য দুইপ্রকার — (১) বৃত্ত এবং (২) জাতি।

৬ 'ছন্দঃ' কাকে বলে?

উত্তর : ছন্দঃ = ছদি + অসুন্, ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচন। এর অর্থ হল — বেদ, পদ্যবন্ধ, ইচ্ছা বা স্বৈরাচার। "ছন্দ আহ্লাদয়তি ইতি ছন্দঃ"। অর্থাৎ আনন্দ উৎপাদন করে যে, তাই **ছন্দ**।

[বর্ধমান '০১, '০৩, '০৫, '০৭, '১০, '১২, '১৩, '১

৭ বৃত্ত ও জাতি কাকে বলে?
অথবা, বৃত্ত ও জাতির পার্থক্য কী?

উত্তর : বৃত্ত : "বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতম্"। প্রতি চরণে বা পাদে নির্দিষ্ট অক্ষর-সংখ্যানুসারে রচিত পদ্যের নাম বৃত্ত। যেমন — প্রতি চরণে ১১টি অক্ষর (স্বরবর্ণ) নিয়ে শালিনী, ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ গঠিত।

জাতি : "জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ"। মাত্রার (mora) সংখ্যা অনুসারে রচিত পদ্যের নাম **জাতি**। যেমন — আর্যা ছন্দ। এক্ষে হ্রস্বস্বরের এক মাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা, প্লুতস্বরের তিন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্ধ মাত্রা গণনা করা হয়েছে।

[বর্ধমান '০৯, '১১, '১

৮ বৃত্ত কয় প্রকার এবং কী কী ?

উত্তর : বৃত্ত তিন প্রকার। যেমন — (১) সমবৃত্ত, (২) অর্ধসমবৃত্ত এবং (৩) বিষমবৃত্ত।

[বর্ধমান '০১, '০৩, '০

৯ সমবৃত্ত কাকে বলে ?

উত্তর : যে বৃত্তে চারটি চরণে বা পাদে গুরুলঘুক্রমে সমান সংখ্যক অক্ষর থাকে তাকে **সমবৃত্ত** বলে। ***গঙ্গাদাস*** 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্র বলেছেন — "সমং সমচতুষ্পাদম্"। সংস্কৃত পদ্যের অধিকাংশই সমবৃত্ত। যেমন — ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ।

[বর্ধমান '১৩

১০ অর্ধসমবৃত্ত কাকে বলে ?

উত্তর : যে ছন্দের অর্ধেক অর্ধেক সমান হয়, অর্থাৎ তৃতীয় পাদ প্রথম পাদের অনুরূপ এবং চতুর্থ পাদ দ্বিতীয় পাদের অনুরূপ সম সংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট, তাকে **অর্ধসমবৃত্ত** বলে। 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে বলা হয়েছে — "ভরত্যর্ধসমং পুনঃ। আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদস্তুর্যো দ্বিতীয়বৎ"। যেমন — পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ।

১১ বিষমবৃত্ত কাকে বলে ?

[বর্ধমান '০১, '০৩, '০৫, '১০, '১

উত্তর : যে বৃত্তের চারটি পাদ ভিন্ন ভিন্ন লঘুগুরু অক্ষর দ্বারা গঠিত তাকে **বিষমবৃত্ত** বলে। ***গঙ্গাদাস*** বলেছেন — "ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্"। যেমন — উদ্‌গতা ছন্দ।

Scanned with CamScanner

এই শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদে আছে যথাক্রমে স, স, জ, গ — এই চারটি গণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে আছে যথাক্রমে স, ভ, র, ল, গ — এই পাঁচটি গণ। চরণান্তে যতি থাকায় সুন্দরী (বিয়োগিনী) লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে।

মনে রেখো : (১) সুন্দরী ছন্দের অপর নাম বিয়োগিনী। (২) বিয়োগিনী ছন্দের লক্ষণে বলা হয়েছে — "বিষমে সমজা গুরুঃ সমে সভরা লোইথ গুরুবিয়োগিনী"। (৩) বিষম পাদে — প্রথম ও তৃতীয় পাদে স, স, জ, গ চারটি গণ থাকে। মোট ১০ অক্ষর। সমপাদে — দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে স, ভ, র, ল, গ পাঁচটি গণ থাকে। মোট এগারোটি অক্ষর। (৪) সুন্দরী ছন্দে নিবদ্ধ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শ্লোকাংশ হল — (ক) যদবোচত বীক্ষ্য মানিনী পরিতঃ স্নেহময়েন চক্ষুষা। (খ) প্রথমোপকৃতং মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা লঘু মন্যতে ভবান্। (গ) ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমোধিতো জনঃ। (ঘ) সহজং কিল যৎ বিনিন্দিতং ন খলু তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্।

৩ পুষ্পিতাগ্রা

[বর্ধমান '০২, '১২, '১৫]

উত্তর : ছন্দোমঞ্জরীকার *গঙ্গাদাস* অর্ধসমবৃত্তের অন্তর্গত পুষ্পিতাগ্রা ছন্দের লক্ষণ নির্ণয়ে বলেছেন — "অযুজি নযুগরেফতো যকারো/যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা"। অর্থাৎ, যে ছন্দের বিষম পাদে অথাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদে যথাক্রমে ন, ন, র, য — এই চারটি গণ থাকে এবং সমপাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ন, জ, জ, র, গ — এই পাঁচটি গণ থাকে এবং প্রতি চরণান্তে যতি থাকে, তাকে **পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ** বলে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

ন	ন	র	য
v v v	v v v	— v —	v — —
তু র গ	খু র হ	ত স্ত থা	হি রে ণুঃ
ন	জ	জ	র গ
v v v	v — v	v — v	— v — —
বি ট প	বি ষ ক্ত	জ লা র্দ্র	ব ল্ক লে যু

পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ
শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১/২৯)

এই শ্লোকের প্রথম পাদে আছে যথাক্রমে ন, ন, র, য — এই চারটি গণ, অনুরূপ তৃতীয় পাদেও একই গণ। আবার দ্বিতীয় পাদে আছে যথাক্রমে ন, জ, জ, র, গ — এই পাঁচটি গণ। চতুর্থ পাদে দ্বিতীয় পাদের মতো অনুরূপ আছে। অতএব এখানে অর্ধসমবৃত্ত **পুষ্পিতাগ্রা** ছন্দ হয়েছে।

মনে রেখো : (১) বিষম পাদে — প্রথম ও তৃতীয় পাদে ন, ন, র, য — চারটি গণ মোট বারোটি অক্ষর। সমপাদে — দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ন, জ, জ, র, গ — পাঁচটি গণ। মোট অক্ষর তেরোটি। (২) এটি অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ। (৩) লক্ষণে যতির উল্লেখ না-থাকলেও 'যতি প্রতি চরণের অন্তে থাকে' বলতে হবে। (৪) পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে নিবদ্ধ উল্লেখযোগ্য অন্য কয়েকটি শ্লোকাংশ হল — (ক) ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু। (খ) তব সুচরিতমঞ্জুলীয় নূনং প্রতনুমমেব বিভাব্যতে ফলেন।

৪ ইন্দ্রবজ্রা

[বর্ধমান '০৪, '০৬, '০৯]

উত্তর : আচার্য গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে একাদশাক্ষর সমবৃত্ত ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের এইরূপ লক্ষণ করা হয়েছে — "স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ"। অর্থাৎ, কোনো শ্লোকের প্রতি চরণে বা পাদে যথাক্রমে ত, ত, জ, গ, গ — এই পাঁচটি গণ থাকলে তাকে **ইন্দ্রবজ্রা** ছন্দ বলে। এই ছন্দের প্রতি পাদের অন্তে যতি থাকে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

ত	ত	জ	গ	গ	
— — v	— — v	v — v	—	—	
অ র্থো হি	ক ন্যা প	র কী য়	এ	ব	(পাদান্ত গুরু)

তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৪/২২)

এই শ্লোকের প্রথম পাদে যথাক্রমে ত, ত, জ, গ, গ — এই গণগুলি আছে। অন্যান্য পাদগুলিতেও একই গণ রয়েছে। তাই এখানে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৫ উপেন্দ্রবজ্রা

উত্তর : আচার্য গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' তে একাদশাক্ষর সমবৃত্ত উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের এইরূপ লক্ষণ করা হয়েছে — "উপে প্রথমে লঘৌ সা"। অর্থাৎ, উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দটি ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের মতোই, শুধু প্রথম অক্ষরটি লঘু হবে। ফলে এই ছন্দে রচিত শ্লোকে পাদের গণ যথাক্রমে জ, ত, জ, গ, গ পাদান্তে যতি থাকে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

জ	ত	জ	গ	গ
v — v	— — v	v — v	—	—
উ পে ন্দ্র	ব জ্রা দি	ম ণি চ্ছ	টা	ভিঃ

বিভূষণানাং ছুরিতং বপুস্তে

স্মরামি গোপীভিরুপাস্যমানং

সুরদ্রুমূলে মণিমণ্ডপস্থম্॥

এই শ্লোকের প্রথম পাদে যথাক্রমে জ, ত, জ, গ, গ — এই গণগুলি আছে। অন্যান্য পাদগুলিতে একই গণ রয়েছে। সুতরাং, এই সমবৃত্ত ছন্দটি **উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ**।

৬ উপজাতি

[বর্ধমান

উত্তর : 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে উপজাতি ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে — "অনন্তরোদীরিত লক্ষ্মভাজৌ/পাদৌ যদীয়াবুপজাত ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা — এই দুটি ছন্দই যখন শ্লোকের পাদে থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাদগুলি যখন ওই দুই ছন্দের লক্ষণ দ্বারা চি হয়, তখন তাকে **উপজাতি ছন্দ** বলে। এটি একাদশাক্ষর সমবৃত্ত ছন্দ। তবে কোনো বৃত্তচ্ছন্দে রচিত শ্লোকে যে-কোনো দুটি সমবৃ রচিত চরণ থাকলেই তাকে উপজাতি ছন্দে রচিত শ্লোকে বলা যায়। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

জ	ত	জ	গ	গ	— উপেন্দ্রবজ্রা
v — v	— — v	v — v	—	—	(বিকল্প)
শ ম প্র	ধা নে যু	ত পো ধ	নে	যু	
ত	ত	জ	গ	গ	— ইন্দ্রবজ্রা
— — v	— — v	v — v	—	—	
গূ ঢ়ং হি	দা হা ত্ম	ক ম স্তি	তে	জঃ	

স্পর্শানকূলা ইব সূর্যকান্তা — ত ত জ গ গ — ইন্দ্রবজ্রা

স্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্ বমন্তি।। — জ ত জ গ গ — উপেন্দ্রবজ্রা (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, দ্বিতীয় অ

উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথম ও চতুর্থ চরণে জ, ত, জ, গ, গ — এই গণগুলি থাকায় উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ত, ত গ, গ — এই গণগুলি থাকায় ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ। এই উভয় ছন্দের সংমিশ্রণবশত এখানে **উপজাতি ছন্দ** হয়েছে।

৭ রথোদ্ধতা

[বর্ধমান '০৬, '

উত্তর : রথোদ্ধতা ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — "রাৎ পর্নৈনরলগৈঃ রথোদ্ধতা"। অর্থাৎ, যে শ্লোকের প্রতি যথাক্রমে র, ন, র, ল, গ — এই গণগুলি থাকে তাকে **রথোদ্ধতা ছন্দ** বলে। এই ছন্দের প্রতি পাদের শেষে যতি থাকে। একাদশাক্ষর সমবৃত্ত ছন্দ। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

র	ন	র	ল	গ
— v —	v v v	— v —	v	—
এ ব মা	শ্র ম বি	রু দ্ধ বৃ	ত্তি	না

সংযমী কিমিতি জন্মতস্ত্বয়া

সত্ত্বসংশ্রয়গুণোঽপি দূয্যতে

কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ॥ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৭/১৮)

Scanned with CamScanner

এই শ্লোকের প্রথম চরণে যথাক্রমে র, ন, র, ল, গ — এই গণগুলি আছে। পরবর্তী পাদগুলিতেও একই গণ রয়েছে। সুতরাং, এই সমবৃত্ত ছন্দটি **রথোদ্ধতা ছন্দ**।

৮ বংশস্থবিল

[বর্ধমান '০১, '০৩, '০৭, '০৯, '১১]

উত্তর : *গঙ্গাদাস* 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে দ্বাদশাক্ষর সমবৃত্ত বংশস্থবিল ছন্দের লক্ষণে বলেছেন — "বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ"। যে শ্লোকের প্রতি চরণে যথাক্রমে জ, ত, জ, র — এই গণগুলি থাকে তাকে **বংশস্থবিল ছন্দ** বলে। এখানে পাদান্তে যতি হয়। এই ছন্দের উদাহরণ হল :

জ	ত	জ	র
∪ — ∪	— — ∪	∪ — ∪	— ∪ —
ই দং কি	লা ব্যা জ	ম নো হ	রং ব পুঃ

তপক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথম অঙ্ক)

এই শ্লোকে প্রথম পাদের মতোই অন্যান্য পাদগুলিতেও যথাক্রমে জ, ত, জ, র — এই গণগুলি থাকায় **বংশস্থবিল ছন্দ** হয়েছে।

৯ দ্রুত বিলম্বিত

[বর্ধমান '১০]

উত্তর : যে দ্বাদশাক্ষর সমবৃত্ত ছন্দের প্রতি চরণে যথাক্রমে ন, ভ, ভ, র — এই গণগুলি থাকে তাকে **দ্রুত বিলম্বিত ছন্দ** বলে। 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এর লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে — "দ্রুতবিলম্বিতমাহনভৌ ভরৌ"। এখানে পাদান্তে যতি হয়। এই **ছন্দের** উদাহরণ হল :

ন	ভ	ভ	র
∪ ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ —
অ ভি মু	খে ম য়ি	সং হৃ ত	মী ক্ষি তং

হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ২/১১)

এই শ্লোকে প্রথম চরণের মতোই অন্যান্য চরণে যথাক্রমে ন, ভ, ভ, র — এই গণগুলি রয়েছে। তাই এটি **দ্রুত বিলম্বিত ছন্দ** হয়েছে।

১০ বসন্ততিলক

[বর্ধমান '০১, '০৩, '১০, '১২, '১৫]

উত্তর : আচার্য *গঙ্গাদাস* তাঁর গ্রন্থ 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে সমবৃত্ত প্রকরণে চতুর্দশাক্ষর (১৪) বসন্ততিলক ছন্দের এইরূপ লক্ষণ করেছেন — "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ"। যেখানে যথাক্রমে ত, ভ, জ, জ, গ, গ — এই গণগুলি পাওয়া যায় সেখানে **বসন্ততিলক ছন্দ** হয়। এখানে পাদান্তে যতি হয়। এই **ছন্দের উদাহরণ হল :**

ত	ভ	জ	জ	গ	গ
— — ∪	— ∪ ∪	∪ — ∪	∪ — ∪	—	—
র ম্যা ণি	বী ক্ষ্য ম	ধু রাং শ্চ	নি শ ম্য	শ	ব্দান্

পর্য্যৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৫/২)

এই শ্লোকে প্রথম চরণের মতো অন্যান্য চরণগুলিতে যথাক্রমে ত, ভ, জ, জ, গ, গ — এই গণগুলি থাকায় এখানে **বসন্ততিলক ছন্দ** হয়েছে।

Scanned with CamScanner

১১ মালিনী

[বর্ধমান '০২, '০৪, '০৭, '০৯]

উত্তর : আচার্য *গঙ্গাদাস* তাঁর 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে সমবৃত্ত প্রকরণে পঞ্চদশ (১৫) অক্ষরবিশিষ্ট মালিনী ছন্দের লক্ষণে বলেছেন — "ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ"। যেখানে যথাক্রমে ন, ন, ম, য, য — এই গণগুলিকে পাওয়া যায় সেখানে **মালিনী ছন্দ** হয়। এখানে '**ভোগিলোকৈঃ**' পদের দ্বারা যতিস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ভোগী = সর্প/নাগ, যার সংখ্যা আট। লোক = ভুবন, যার সংখ্যা সাত। অতএব প্রথমে অষ্টম অক্ষরের পরে এবং তার পরে সপ্তম অক্ষরের পরে দ্বিতীয় যতি হবে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

ন	ন	ম	য	য
v v v	v v v	— — —	v — —	v — —
ন খ লু	ন খ লু	বা ণঃ স	ন্নি পা ত্যো	হয় ম স্মিন্

মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১/১০)

আলোচ্য শ্লোকের প্রতি চরণে যথাক্রমে ন, ন, ম, য, য — এই গণগুলি থাকায় এবং প্রথমে আট অক্ষরের এবং পরবর্তী সাত অক্ষরের পর যতি হওয়ায় **মালিনী ছন্দ** হয়েছে।

১২ শিখরিণী

[বর্ধমান '০১, '০৬, '১৩]

উত্তর : আচার্য *গঙ্গাদাস* তাঁর 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে সমবৃত্ত প্রকরণে সপ্তদশ (১৭) অক্ষরবিশিষ্ট শিখরিণী ছন্দের এইরূপ লক্ষণ করেছেন — "রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভগলাগঃ শিখরিণী"। অর্থাৎ যে শ্লোকের প্রতি চরণে যথাক্রমে য, ম, ন, স, ভ, ল, গ — এই গণগুলি থাকে সেখানে **শিখরিণী ছন্দ** হয়। 'রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্ন' পদটির দ্বারা যতিস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। রস সংখ্যা ছয়, রুদ্রের সংখ্যা এগারো অর্থাৎ প্রথমে ছয় অক্ষরের পর এবং তার পরে এগারো অক্ষরের পর যতি হবে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

য	ম	ন	স	ভ	ল	গ
v — —	— — —	v v v	v v —	— v v	—	—
অ না ঘ্রা	তং পু ষ্পং	কি স ল	য় ম লূ	নং ক র	রু	হৈঃ

রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, দ্বিতীয় অঙ্ক)

এই শ্লোকের প্রতিটি চরণে যথাক্রমে য, ম, ন, স ভ, ল, গ, — এই গণগুলি থাকায় এবং প্রথম ছয় অক্ষরের পর, পরে এগারো অক্ষরের পরে যতি হওয়ায় এটি **শিখরিণী ছন্দ** হয়েছে।

১৩ মন্দাক্রান্তা

[বর্ধমান '০১, '০৩, '০৭, '০৯, '১৪]

উত্তর : আচার্য গঙ্গাদাস বিরচিত 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে সমবৃত্ত প্রকরণে সপ্তদশাক্ষর মন্দাক্রান্তা ছন্দের লক্ষণে বলা হয়েছে — "মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্"। যেখানে যথাক্রমে ম, ভ, ন, ত, ত, গ, গ — এই গণগুলি পাওয়া যায় সেখানে **মন্দাক্রান্তা ছন্দ** হয়। এই ছন্দে প্রতি চরণে চতুর্থ (অম্বুধি = চার) অক্ষরের পরে, তার পর ছয় অক্ষর (রস = ছয়)-এর পর এবং তার পরবর্তী সাত (নগ = সাত) অক্ষরের পরে যতি হবে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

Scanned with CamScanner

ম	ভ	ন	ত	ত	গ	গ
— — —	— v v	v v v	— — v	— — v	—	—
ত ন্বী শ্যা	মা শি খ	রি দ শ	না প ক্ক	বি স্বা ধ	রো	ষ্ঠী

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যৈব ধাতুঃ।। (মেঘদূতম্)

এই শ্লোকের প্রতিটি চরণে যথাক্রমে ম, ভ, ন, ত, ত, গ এবং গ — এই গণগুলি থাকায় এবং চতুর্থ, তারপর ষষ্ঠ অক্ষর, পরে সপ্তম অক্ষরের পরে যতি হওয়ায় এটি **মন্দাক্রান্তা ছন্দ** হয়েছে।

১৪ শার্দূলবিক্রীড়িত

[বর্ধমান '০৩, '০৪, '১২]

উত্তর : আচার্য *গঙ্গাদাস* তাঁর 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে সমবৃত্ত প্রকরণে উনিশ (১৯) অক্ষরবিশিষ্ট শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দের এইরূপ লক্ষণ করেছেন — "সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্"। যেখানে ম, স, জ, স, ত, ত, গ — এই ক্রমে গণগুলি থাকে সেখানে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ হয়। এখানে 'সূর্যাশ্বৈঃ' পদের দ্বারা যতিস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। সূর্য = বারো সংখ্যা, অশ্ব = সাত সংখ্যা বোঝায়। অতএব, প্রথমে বারো অক্ষরের পরে এবং তার পরবর্তী সাত অক্ষরের পরে যতি হবে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

ম	স	জ	স	ত	ত	গ
— — —	v v —	v — v	v v —	— — v	— — v	—
নী বা রাঃ	শু ক গ	র্ভ কো ট	র মু খ	ভ্র ষ্টা স্ত	রূ ণা ম	ধঃ

প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কল-শিখানিষ্যন্দ-রেখাঙ্কিতাঃ।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১/১৪)

এই শ্লোকের প্রতি চরণে যথাক্রমে ম, স, জ, স, ত, ত, গ — এই গণগুলি থাকায় এবং প্রথমে বারো অক্ষরের পরে, তার পরবর্তী সাত অক্ষরের পরে দ্বিতীয় যতি থাকায় এখানে **শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ** হয়েছে।

১৫ স্রগ্ধরা ছন্দ

[বর্ধমান '০২, '০৬, '১০, '১১]

উত্তর : আচার্য গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে সমবৃত্ত প্রকরণে একুশ (২১) অক্ষরবিশিষ্ট স্রগ্ধরা ছন্দের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — "ম্রভ্নৈর্যাণাং এয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্"। অর্থাৎ, যে ছন্দের প্রতি চরণে যথাক্রমে ম, র, ভ, ন, য, য, য — এই গণগুলি থাকে তাকে **স্রগ্ধরা ছন্দ** বলে। এখানে 'ত্রিমুনিযতিযুতা' পদটির দ্বারা যতিস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ত্রি = তিন, মুনি = সাত সংখ্যা। প্রতি সাত অক্ষরের পর প্রতি চরণে তিনটি করে যতি হবে। এই **ছন্দের উদাহরণ** হল :

ম	র	ভ	ন	য	য	য
— — —	— v —	— v v	v v v	v — —	v — —	v — —
যা সৃ ষ্টিঃ	স্র ষ্টু রা	দ্যা ব হ	তি বি ধি	হু তং যা	হ বি র্যা	চ হো ত্রী

যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১/১)

এই শ্লোকের প্রতি চরণে যথাক্রমে ম, র, ভ, ন, য, য, য — এই গণগুলি থাকায় এবং প্রতি সাত অক্ষরের পর তিনটি যতি হওয়ায় এখানে **স্রগ্ধরা ছন্দ** হয়েছে।

Scanned with CamScanner